বেহাল

মুসলমানদের মধ্যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা আজ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। চিন্তা শক্তি লোপ পেয়েছে। বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। বোমা ফাটাফাটি করে হাটে-বাজারে, মসজিদে, ইত্যাদি স্থানে নিরীহ লোকজনদের মৃত্যু ঘটানো এসবেরই জাজ্বল্য উদাহরণ। ইসলামের গলা কাটা ঐ দিন হয়েছে যেদিন অন্য ধর্মাবলম্বীদের দেখাদেখি মুসলমানেরা রাজনীতি আর ধর্মকে পৃথক করে দিয়েছিল। এই পৃথক না করা পর্যন্ত রাষ্ট্র নায়ককেই জামায়াতের নামাযে ইমামতি করতে হতো। রাষ্ট্র নায়করা অনৈসলামিক কর্ম-কান্ড করতে পারতো না। ঐ পৃথকীকরণের রেশ এখন বলতে গেলে পূর্ণ মাত্রার অতিরিক্ত মাত্রায় চলে। রাষ্ট্রনায়করা রাজনীতি আর ধর্মের মধ্যে বেড়াজাল বেষ্টনী দিয়ে রেখেছেন। রাজনীতিতে মিথ্যাচার হিটলারের গোয়েবেল্‌সকেও হার মানায়েছে। তারা ধর্মহীন রাজনীতিকে খোঁড়া করে রেখেছেন্।

রাজনীতির বাইরে স্বল্প পরিসরের সমাজে যে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব নাই তা বলা যায় না। আজ মসজিদে মসজিদে রয়েছে মসজিদ পরিচালনার এক্সিকিউটিভ কমিটি আর নামায পরিচলনার জন্য একজন ইমাম। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি সমাজের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি হয়ে থাকেন তার ধর্মীয় জ্ঞান যে পর্যায়ের হোক না কেন আর যত অল্প দিনই তিনি সে সমাজের বাসিন্দা হোন না কেন। নানা মুনীর নানা মতের দরুণ কিংবা সভাপতির একনায়কতান্ত্রিক স্বভাবের দরুন কিংবা অধিকাংশ মুসল্লীদের মধ্যে শৃংখলার অভাব দেখে অনেকে কমিটিতে আসতে চান না।

পবিত্র কোরাণে বলা হয়েছেঃ “আলিফ লাম মীম। এ সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী পরহেযগারদের জন্য, **যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে** এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে। তারাই নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম।” অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলা হয়েছে। আর কোন ধর্মীয় কিতাবের উপর এই ভাবে বলা হয় নাই। অদৃশ্য অজানা রয়ে যায়। অজানাটা মঙ্গলকর বা অমঙ্গলকর হতে পারে। বিজ্ঞজনের কাজ হলো অদৃশ্যের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা।

আমাদের আলোতে পর্যবেক্ষণের জানালা পর্যবেক্ষণের সামগ্রিক উপায়ের তুলনায় যৎসামান্য – ৯৯.৯% এর ও কম। (১ নং চিত্র)। পর্যবেক্ষণের সামগ্রিক উপায়ের মধ্যে রয়েছে গামা রেডিয়েশন, এক্স রেডিয়েশন, অতিবেগুণী রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড বা উত্তাপ রেডিয়েশন, মাইক্রোওয়েভ, আর রেডিও ওয়েভ। একমাত্র দৃশ্যমান আলো ছাড়া আর কোনটাই আমাদের চোখের জানালা খুলতে পারে না। শব্দ যা কম্পন দিয়ে সৃষ্টি হয় তা দিয়েও পর্যবেক্ষণ করা যায়। যেমন মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থান, ভূ-গর্ভে ও সমুদ্র গর্ভে প্রকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধান, ইত্যাদি। আল্লাহর সৃষ্টিতে অদৃশ্যের পরিমাণই অধিক। পর্যবেক্ষণের সব উপায় দিয়েও সব কিছু ধরা যায় না। মাত্র ১৫% ধরা যায়। বাকি ৮৫%ই অন্ধকারাচ্ছন্ন।

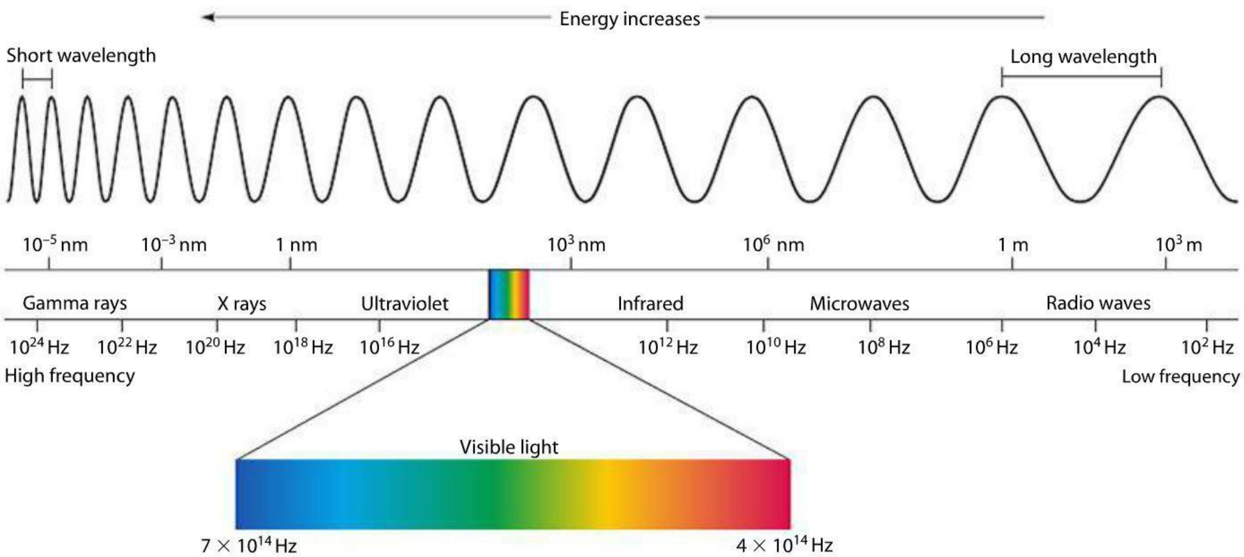

১ নং চিত্র। পর্যবেক্ষণের সামগ্রিক উপায় – বাম দিক থেকে গামা রেডিয়েশন, এক্স রেডিয়েশন, অতিবেগুণী রশ্মি, দৃশ্যমান আলো, ইনফ্রারেড বা উত্তাপ রেডিয়েশন, মাইক্রোওয়েভ, ও রেডিও ওয়েভ। প্রত্যেকটা সদস্যই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পরিসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/electromagnetic-wireless-electronic-basics/

বর্তমানের জেঁকেবসা কোভিড ভাইরাসের আবরণ আড়াআড়িভাবে প্রায় এক মিটারের (প্রায গজ কাঠির সমান) এক মিলিয়াংশের এক দশমাংশ (≈ ০.১ মাইক্রোমিটার)। একজন সংক্রামিত ব্যক্তি শারীরিক নিরাপদ দূরত্বের ব্যতিরেকে দুই থেকে চার জনকে সংক্রামিত করতে পারে। এন৯৫ মুখোশ ৯৫%-এর মত কমপক্ষে ০.৩ মাইক্রোন আবরণীর কণিকা দূরে রাখতে পারে।

কার্যতঃ এই মুখোশ প্রায় ০.১ মাইক্রোমিটার আবরণীর ৯৯.৮% কণিকা পরিস্রাবণ করার ক্ষমা রাখে। (Rengasamy et al., 2017)।

এমনও মসজিদ রয়েছে যেখানে ইমামের সাধ্য নাই মুসল্লীদের মুখোশ পরতে বলার। যদিও বা ইমাম বিশ্বাস করে অদৃশ্য সৃষ্টিতে। মসজিদ পরিচালনা কমিটির অনুমোদন ছাড়া কোরাণের এই শিক্ষার আহবান করতে পারবেন না। এই শিক্ষাভিত্তিক সাবধানবাণী কার্যকরী বা প্রচার করতে পারবেন না। ইমামরা হয়ে থাকেন কোরাণ-হাদিসে ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন। বিজ্ঞানে বলতে গেলে তারা অজ্ঞান। মসজিদ পরিচালনা কমিটি ও ইমাম উভয়ের দরুন ইমামের নিকট থেকে কোভিড-১৯ এর উপর ধর্ম-বিজ্ঞানসম্মত খোৎবা, মুখোশ ব্যবহারে পরস্পরের উপকারিতা, মুসল্লীদের মধ্যে রোগপ্রতিশেধক ক্ষমতা বা ইমিউনিটির তারতম্য, ঝুঁকিগ্রস্তদের খাতিরে অঝুঁকিগ্রস্তদের একটু ত্যাগ স্বীকারের আহবান, ইত্যাদি আশা করা দুষ্কর

আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেছেন যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন নামাযে দাঁড়ানো সারি সোজা করতে কারণ উনি (সাঃ) বলেছেন উনার (সাঃ) পিছনে আমাদরেকে দেখতে পেতেন (Source: Sunan al-Tirmidhī 2910)। জামায়াতে নামাযে পরস্পরের মধ্যে ফাঁক না রেখে সারি সোজা করতে হবে। কাঁধের সংগে কাঁধ মিলায়ে ও পায়ের সংগে পা মিলায় দাঁড়ালে কাতার সোজা রাখা সম্ভব।

আব্দুল্লাহ ইবন ‘ওমর বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন “ তোমাদের সারি সোজা কর; কাঁধে কাঁধ মিলায়ে দাঁড়াও; ফাঁক স্থান পুরন কর; তোমার

ভাইয়ের হাতে বাধা দিও না (সারি সোজা করার জন্য সম্মুখে বা পিছনে ঠেলা দিলে)। শয়তানের জন্য ফাঁক রেখ না। যে একটা সারি পুরন করবে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন, আর যে সারি বা কাতার ভাঙ্গবে আল্লাহ তাকে পরিত্যাগ করবেন। (Narrated by Abu Dawood, 666; al-Nasaa'i, 819. Classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 620).

নূ'মান ইবন বশীর বর্ণনা করেছেনঃ ''আল্লাহ রসূল (সাঃ) লোকজনদের দেখতে মুখ ফিরালেন আর তিন বার বললেন, ' তোমাদের কাতার সোজা করো; তোমরা নিজেরা কাতার সোজা না করলে আল্লাহ তোমাদের অন্তরে বিভাজন সৃষ্টি করে দিবেন।' আর আমি দেখলাম লোকজনদের কাঁধে কাঁধ, হাঁটুতে হাঁটু, গোড়ালিতে গোড়ালি মিলায়ে দাঁড়াতে'' (Narrated by Abu Dawood, 662; classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh Abi Dawood, 616).

উল্লখিত মসজিদে এক পরিচালনা কমিটি ঠিক করেছিলেন যে মুখোশধারী ঝুঁকিগ্রস্তরা পেছনে দূরে অন্য কাতারে দাঁড়াবেন। মুখোশবিহীন সাহসীরা সম্মুখের কাতারে দাঁড়াবেন। এইরূপ সাহসীরা যদি মুখোশ পরতেন তাহলে অতি অনায়াসে দুর্বল চিত্তের মুসল্লীও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে পারতেন। মসজিদ পরিচালনা কমিটির ধর্মীয় জ্ঞানের মাত্রা এমনই যে হদিসের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। নিজেরা মসজিদে থাকা অবস্থায় মুখোশ পরার একটু ত্যাগ স্বীকার করে অন্যকেও যে একই কাতারে টানবে সে আশায় গুঁড়ে বালি।

ইসলাম বলে মুসলমানেরা একে অন্যের ভাই। কেউ শুধু দুর্ভাগ্যে পড়লেই যে সৌভাগ্যবানদের সাহায্য করার কথা তা না, দুর্ভাগ্যে যেন না পড়ে সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা। ইংরেজীতে বলা হয়ে থাকে Precaution is better than cure. আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে, নিজের জন্য কেউ যা ভাল মনে করে অন্যের জন্য তা মনে না করলে সত্যিকারের ঈমানদার হওয়া যায় না [Sahîh al-Bukhârî and Sahîh Muslim]. সবারই শরীরের ইমুউনিটি একই রকম না। কোন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কোভিডে অসুস্থ হলে পরিবরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। মুখোশ পরার দরুণ যদি অন্যের রক্ষা করা বুঝায়, তবে সেই মুখোশে আপত্তি থাকার কথা না। উপরের হাদিসই বলে দিচ্ছে বিভাজন থেকে সাবধানতা অবলম্বন করতে। ভাই ভাইয়ের সম্পর্ক মেনে চলতে হলে সেদিকেও খেয়াল রাখা কর্তব্য। যারা একজন আর একজনের খাতিরে একটা মুখোশ ব্যবহার করতে পারবেন না তারাই হয়ে বসে সমাজের বা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ। মুখোশ তাদের নিকট বড় বোঝা। সমবেত নামাযে পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত কতখানি ইসলামসম্মত তা সহজেই অনুমেয়। কোন এক মুসল্লী জানালেন যে পরিচালনা কমিটির নেতাকে মুখোশ ব্যবহাররের কথা বলার দরুন তাকে ফেতনা সৃষ্টির দোষে দোষারোপ করা হয়ে।ছে। এইসব নেতাদের কে বুঝাবেন? কোথায় ফেতনা আর কোথায় মুখোশের উপকারিতা! মসজিদের সব মুসল্লী একই পরিবারের সদস্য না। রুযিরোজগারের দরুন তাদেরকে বিভিন্ন লোকজনের সংগে মিশতে হয়। কে কি বহন করছে তা অদৃশ্য রয়ে যায়। কে কাকে সংক্রামিত করে থাকছে অজানা রয়ে যায়। তৃতীয় বুষ্টারের পরও অনেকে কোভিডে আক্রান্ত হওয়ার রেকর্ড রয়েছে।

এমতাবস্থায় নেতাদেরকে পরামর্শ দিলে পরামর্শদাতা ফেতনা সৃষ্টিকারী হয়ে থাকেন। এই তো আমাদের জ্ঞানের বহর।

সবাই যেন আত্নকেন্দ্রিক হয়ে পরকেন্দ্রিকতা ভুলে গেছি। স্বীকার করা হয় এক বৃন্তে বাঁধা , কিন্তু একে অপরের পূর্বাপর অবস্থায় সমব্যথী না। বাংলা ভাষার কবিরাও সমব্যথী হবার কথা বলেছেন।

" আপনা রাখবে ব্যর্থ জীবন সাধনা,
সে জনম বিশ্বের তরে পরার্থে কামনা।"

"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনী পরে
সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে"

"সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে, কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ওপারে।"

পরোপকার একটি বিশেষ গুণ। ইংরেজীতে বলা হয় Live and let live. অন্যের প্রতি একটু সমব্যথী হলে এইরূপ বিভাজন নীতি মসজিদ পরিচালনা কমিটি চালু করতে পারে না। নিজের অবস্থা দেখে সবাইকে বিচার করা যায় না। রবি ঠাকুর শহরবাসীদের নিয়ে বলেছেনঃ

"ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট,
নাইকো ভালবাসা, নাইকো স্নেহ।"

কারণ, শহরবাসীরা পাশাপাশি ঠাসাঠাসি করে বাস করলেও তাদের মধ্য সমাজবদ্ধতার দরুন যে পারস্পরিক সম্পৃতি গড়ে উঠা প্রয়োজন তা উঠে না। মসজিদের মুসল্লীদের মধ্যে ধর্মের তাগিদে পারস্পরিক fellow feelings এর অভাব দেখলে রবি ঠাকুরের পর্যবেক্ষণের সংগে মিল পাওয়া যায়। মুখোশে যদি কোনই উপকার তবে এয়ার পোর্ট, পোষ্ট অফিস, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, গ্রোসারী স্টোর্স, ইত্যাদিতে কেন ব্যবহার করা হয়ে থাকে? ঐ সমস্ত স্থানে কেউ হয়তো কাউকে চেনেও না, ভাই ভাই সম্পর্ক ভাবা তো দূরের কথা। তবুও তারা পরস্পরের অমঙ্গলের ব্যাপারে কতখানি যত্নবান তা চিন্তাই করা যায় না যদি উল্লিখিত মসজিদের ব্যবস্থার সংগে তুলনা করা যায়।

নূতন এক সভাপতি কে মুখোশ পরার কথা বললে উত্তর করলেন যে, মুখোশ ম্যান্ডেটরী না। ম্যান্ডেটরীর প্রশ্ন কেন আসবে যদি আমরা কোরাণিক শিক্ষাভিত্তক সাবধান হই? যদি অদৃশ্যতে আমরা বিশ্বাস করি – একজনের অদৃশ্য বিষয় আর একজনকে অদৃশ্যভাবে আঘাত হানতে পারে - তবে তার ফলাফল হিসাবেই মুখোশ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা আসে। দেশের সরকারের মুসলমানদের মুখোশ পরতে বলার প্রশ্নই আসে না। CDC-র পূর্বে মুসলমানদেরই বরং উচিত ছিল সবাইকে মুখোশ পরার পরামর্শ দেওয়া। আর একজন বাংলা ভাষার কবি গেয়েছেনঃ

" চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?

কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কীসে
কভু অশী বিষে দংশেনি যারে ?
যতদিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা আমার সম;
ঈষৎ হাসিবে শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে যাতনা মম।”

A wearer knows where the shoes pinch. একমাত্র ভুক্তভোগীরাই অপর ভুক্তভোগীর দুঃখ-বেদনা বুঝতে **পারে**। আর ইসলাম অভুক্তভোগী হয়েও ভুক্তভোগীর দুঃখ-বেদনা বুঝার তাগিদ দিয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ বর্ণনা করেছেনঃ আল্লাহ রসূল (সাঃ) বলেছেন যে কোরাণের একটা অক্ষর পাঠ করলে ১০টা নেকী মিলবে। আলিফ লাম মীম বলতে তিনটা হরফ বুঝায়েছেন (Source: Sunan al-Tirmidhī 2910)

আমরা মুসলমানেরা অত্যল্পেই তুষ্ট – কোরাণের এক অক্ষর পড়ে ১০ নেকী অর্জনেই সন্তষ্ট। আমাদের অধিকাংশই আরবী কোরাণ পাঠে অভ্যস্ত কিন্তু সামান্যতমও বুঝার জন্য অনুবাদ পাঠে অনভ্যস্ত।

কোরাণ না বুঝে পড়ার কারণে আমরা যেন Penny wise pond foolish-এর মত কাজ করে থকি। কোভিডের প্রথমের দিকে যখন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলতে বাইর থেকে এসে হাত ধুয়ার অভ্যাস করতে বলা হলো, আমরা বলা শুরু করেছিলাম যে মুহম্মদ (সাঃ) ১৪০০ বছর পূর্বে হাত ধোয়ার কথা

বলে গেছেন। এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে অদৃশ্য বস্তুতে বিশ্বাস করা যার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত রয়েছে সাবধানতা অবলম্বন করা। ১৮৯২ সালে Dmitri Ivanovsky অদৃশ্য বস্তু ভাইরাস আবিষ্কার করেন। তখনই আমরা বলতে পারতাম অদৃশ্য সৃষ্টির কথা কোরাণ বলেছে ১৪০০ বছর পূর্বে। কোরাণে অদৃশ্য বস্তুর ইঙ্গিত না জেনে হাত ধোয়ার প্রয়োজনীয়তার কৃতিত্ব দাবী করতেছিলাম।

ইদানীং মসজিদে চালু হয়েছে "You guys"। সম্বোধন। ব্রাদার্স বা ব্রাদার্স এ্যান্ড সিসটার্স উঠে যাওয়ার পর্যায়। বাবা-মায়ের উপস্থিতিতে শুধু কোন সন্তানই না, সন্তানছাড়ারাও এমন সম্বোধন করে চলেছেন। মুসলমানদের মধ্যে বায়োলিক্যাল রক্ত সম্পর্ক থাকলেও তাদের মধ্যে এখেকে বড় সম্পর্ক রয়েছে এক ধর্মীয় বাঁধন। পিতা-পুত্রের সম্পর্কধারীরাও ধর্মীয় বাঁধনে ভাই ভাই। আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্বশুর ছিলেনা। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভাই সম্বোধনে আবু বকর (রাঃ) প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন যে, তাঁরা ইসলামে ভাই ভাই সম্পর্কের।

ইসলামের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্কের উপরে স্থান পায়। কোন এক যুদ্ধে আবু বকর (রাঃ)-র ছেলে বাবার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেছিলেন। পরবর্তীতে ছেলে বাবাকে বলেন যে কয়েক বার বাবা তার ছেলে তরবারীর আঘাতের মধ্যে এসেছিলেন, কিন্তু ছেলে তাঁকে আঘাত করেছিলেন না। আবু বকর (রাঃ) বলেছিলেন যে ছেলে যদি তাঁর তরবারীর অধীনে আসতো তিনি তাকে অক্ষত রাখতেন না।

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন্ যে আদম সন্তান রোযা রাখা ছাড়া অন্য একটা ভাল কাজের জন্য ১০ থেকে ৭০০ গুণ সওয়াব পেয়ে থাকবেন। আর রোযা

রাখার পুরষ্কার আল্লাহ তায়ালা নিজে দিবেন কারণ আল্লাহর জন্য সে তার বাসনা ও আহার ত্যাগ করেছে। রোযাদারের দুইটা মুহূর্ত আনন্দের হয়ে থাকে – একটা রোযা ভাঙ্গার সময় আর অন্যটা হচ্ছে আল্লাহর সংগে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর দৃষ্টিতে রোযাদারের মুখের গন্ধ মৃগনাভি থেকে সুগন্ধিকর (Al-Bukhari) **)**

পবিত্র রমযান মাস আসন্ন। সব মসজিদেই তারাবীহ নামায আদয় করা হবে। যেসব মসজিদে নিয়মিত ইমাম থাকেন না সেসব মসজিদেও রোযার জন্য ইমাম নিয়োগ কর হচ্ছে। জামায়াতে তারাবীহ নামায রসূলুল্লাহ (সাঃ)- চালু করেন নাই। চালু করেছিলেন ওমর (রাঃ)।) রসূলুল্লাহ (সাঃ)- রমযান মাসে কয়েক বার করে কোরাণ শরীফ খতম দিতেন। আজ মুসলমানেরা রমযান মাসে কোরাণ খতম দিয়ে থাকেন তারাবীহ নামাযের মাধ্যমে। নিজেরা পড়ে বুঝবেন ও তা থেকে শিক্ষা নিবেন এই ব্যবস্থাটা এড়িয়ে চলেন। একমাত্র ইমামই কোরাণ খতম দিয়ে থাকেন আর মুসল্লীগণ তা শুনে থাকেন। অন্যের কোরাণ পাঠ শোনা আর নিজের কোরাণ পাঠ তো এক সমান হতে পারে না। তারাবীহ নামাযের মধ্য দিয়ে কোরাণের জ্ঞানভান্ডার মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করে থাক না কারণ সবাই আরবী বুঝে না। ।

উত্তমটা হয় যদি তারা এই কোভিডের সময়ে মুখোশ ব্যবহার করে অর্ধেক সময় তারাবীহ পড়ে আর অর্ধেক সময় বুঝেসুঝে কোরাণ তেলাওয়াত করেন। সমস্যা হচ্ছে জ্ঞানের কথা বলতে গেলে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে থাকে যা এড়িয়ে চলতে ইসলামে নির্দেশ রয়েছে যে সত্য বলে জানে তার জন্যও। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ “I guarantee a house in Paradise for one who gives up arguing, even if he is in the right; and I guarantee a house in the middle of Paradise for one who

abandons lying even when joking for the sake of fun; and I guarantee a house in the highest part of the Paradise for the one who had good manners" (Sunan Abu Dawud, Hadith No. 4500). বটম লাইন এটাই হয় -Where ignorance is a bliss, it is foolish to be wise.